যায়যায়দিন

তারিখ 24 MAR 2012

# শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার জরুরি

জিতু চৌধুরী

একটা সময় ছিল, যখন আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে কেরানি বানানোর কারখানা বলে কটাক্ষ করা হতো। নিঃসন্দেহে, আজকের প্রেক্ষাপট ভিন্ন। বর্তমানের শিক্ষাব্যবস্থাকে অতটা সংকীর্ণভাবে দেখার সুযোগ নেই। তবে এটাও সত্য, অনেক অনেক লিমিটেশন এখনো পর্যন্ত আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাতেই বিদ্যমান আছে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে, একজন ছাত্রের আদর্শ চাকরিজীবী হওয়ার পথটি উন্মুক্ত হয়। আর সামান্য কিছু ক্ষেত্রে কিছু এলিট শ্রেণীর পেশাজীবী তারা বের করে। এ বাদে, মনোজগতের শৃঙ্খলাকে ভেঙে ফেলা অথবা সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটানোর ক্ষেত্রে, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার ভূমিকা গৌণ। এ জন্য বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার মধ্য দিয়ে ব্যক্তিত্বের বিকাশ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, নৈতিকতার বিকাশ দুর্বল হচ্ছে, আর কেউ গতানুগতিক বৃত্তকে ছেদ করে বেরিয়ে আসতে পারছে না। যদিও শিক্ষা মূল উদ্দেশ্য হলো, মনোজগৎকে আলোকিত করা, আর বাহ্যিকভাবে ছাত্রকে দক্ষ করা। যেখানে মনোজগৎ এবং বহির্জগৎ একে অপরের পরিপূরক। এছাড়া আমাদের প্রাথমিক স্তরকে এবং মাধ্যমিক স্তরকে প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে আধুনিক করা হয়নি। অন্যদিকে সামান্য কিছু ব্যতিক্রম বাদে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার হলো ক্লাসরুমে প্রজেক্টরের ব্যবহার আর অ্যাসাইনমেন্ট রিপোর্টের ক্ষেত্রে নেট থেকে কাটকপি পেস্ট। এমন অবস্থায় মেধাবীরা দিশাহারা না হয়ে পারে না।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ত্রিধারায় বিভক্ত, বাংলা মাধ্যম, ইংরেজি মাধ্যম, মাদ্রাসা শিক্ষা। এ ত্রিধারার মধ্যে সুস্পষ্টভাবে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। আমাদের বাংলা মাধ্যমের চলছে এক ধারাতে। অন্যদিকে ইংলিশ মিডিয়ামের ছাত্ররা, আমাদের দেশীয় সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। তারা পাশ্চাত্যের নেশাতে বুঁদ হয়ে পড়ে আছে। আবার তাদের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ আছে, কিছু কিছু স্কুল কলেজে ব্যাপকভাবে ভাষাগত দক্ষতার ওপর জোর দেয়। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ উদাসীন থাকে।

আমাদের মাদ্রাসা-শিক্ষাব্যবস্থা, আবার দুই ধারাতে বিভক্ত, যেখানে আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষাব্যবস্থা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে অন্যান্য ধারার সঙ্গে তাল মেলানোর চেষ্টা করছে। অন্যদিকে কওমি শিক্ষাব্যবস্থায়, দেখা যায় ব্যাপক ধর্মীয় গোড়ামি এবং চরম মাত্রায় আধুনিকতার অভাব। কওমি শিক্ষাব্যবস্থায় ছাত্ররা ইংলিশ এবং অঙ্কসহ অন্যান্য জরুরি বিষয়ে অতি সামান্য পড়ালেখা করে। ফলে তাদের মনোজগতে বিকাশ আর সম্ভবপর হয় না। সংকীর্ণ পরিসরে আটকে যায় তাদের জীবন। অনেক মহৎ পেশায় প্রবেশের সুযোগ থাকে না। অথচ সেখানেও নিশ্চয় কিছু ছাত্র ছিল, যারা জ্ঞান-বিজ্ঞানে অর্থনীতি-রাজনীতিতে বড় ধরনের পাণ্ডিত্য অর্জন করতে পারত এবং জাতির কল্যাণে বড় ধরনের ভূমিকা রাখতে পারত, তাছাড়া পবিত্র ইসলামে, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার ওপর অনেক গুরুত্ব আরোপ করেছে। বিজ্ঞানের থেকে ধর্ম আলাদা হয়ে গেলে জন্ম নেবে জঙ্গিবাদ। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার এ সামগ্রিক সমন্বয়হীনতার মাশুল জাতিকে চরমভাবে দেয়া লাগতে পারে।

> আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা ত্রিধারায় বিভক্ত, বাংলা মাধ্যম, ইংরেজি মাধ্যম, মাদ্রাসা শিক্ষা। এ ত্রিধারার মধ্যে সুস্পষ্টভাবে সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। আমাদের বাংলা মাধ্যম চলছে এক ধারাতে। অন্যদিকে ইংলিশ মিডিয়ামের ছাত্ররা, আমাদের দেশীয় সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে। তারা পাশ্চাত্যের নেশাতে বুঁদ হয়ে পড়ে আছে। আবার তাদের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ আছে, কিছু কিছু স্কুল কলেজে ব্যাপকভাবে ভাষাগত দক্ষতার ওপর জোর দেয়। কিন্তু অন্যান্য বিষয়ভিত্তিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ উদাসীন থাকে।

উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের সরকারি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা যথেষ্ট অপ্রতুল। এছাড়া সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নানারকমের প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক দুর্বলতার কারণে ব্যাঙের ছাতার মতো গড়ে উঠেছে অনেক বেসরকারি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়। সত্যিকার অর্থে যাদের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। কিন্তু তাদের মধ্যে খুব কমসংখ্যক প্রতিষ্ঠানই তাদের গুণগতমান রক্ষা করতে পারছে। অন্যদিকে এসব প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করে, প্রতিষ্ঠাতারা শত শত কোটি টাকা লুফে নিয়ে যাচ্ছে। এখন শিক্ষা রাজনীতির মতোই একটা লাভজনক ব্যবসাতে পরিণত হয়েছে, যার ফলাফল হবে ভয়াবহ। হাতেগোনা কয়েকটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সামান্য কিছু ডিপার্টমেন্ট বাদে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা স্থায়ী ফ্যাকাল্টি তৈরি করতে পারেনি। মৌসুমী শিক্ষকদের ওপর ভরসা করেই তারা চলছে। এতে শিক্ষার ধারাবাহিকতা নষ্ট হচ্ছে। ছাত্র শিক্ষকের যে সম্পর্ক, যেটা উৎকর্ষতা অর্জনের জন্য অতীব জরুরি, সেটা হয়ে যাচ্ছে কমার্শিয়াল লেভেলে। ক্রমাগত তাদের মান, নিম্নমুখী হচ্ছে। পক্ষান্তরে, তারা যে উচ্চহারে বেতন নিচ্ছে, তা আমাদের মতো আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে জুলুমের পর্যায়ে পড়ে যায়। এখন বিবিএ, এমবিএ, সিএসই-এর ডিগ্রিধারীদের সংখ্যা অনেক, অথচ তাদের গুণগতমান বিবেচনা করলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হতাশ হওয়া ছাড়া বিকল্প থাকবে না। আমাদের স্কুল-কলেজের শিক্ষকরা যেমন কোচিংয়ের মাধ্যমে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ নষ্ট করছে, তেমনভাবেই ভালো ভালো সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা, বাইরের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাপ মেরে মেরে তাদের নিজ প্রতিষ্ঠানের পড়ালেখার পরিবেশ নষ্ট করছে। ক্লাসে প্রায় সময় অনুপস্থিত থাকছে। আবার একদিনে এসে ১০ দিনের পড়া পড়াচ্ছে। এছাড়া সরকারি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় রয়েছে ছাত্র রাজনীতির নামে এক সিন্দাবাদের বুড়োর মতো ঘাড়ে বসে থাকা এক আপদ। অতীতে আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রামে ভাষা আন্দোলনে, নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানে, এ ছাত্র রাজনীতির ব্যাপক ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও এক বাক্যে আমার সঙ্গে একমত হবেন, বর্তমানে ছাত্র রাজনীতি পরিপূর্ণভাবে কলুষিত হয়ে গেছে। বিগত ২০ বছরে এ কলুষিত ছাত্র রাজনীতি, জাতীয় জীবনে তেমন কোনো ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারেনি। বার বার শুধু মায়ের কোল খালি করেছে।

বহু ধারায় বিভক্ত আমাদের এ শিক্ষাব্যবস্থাকে পরিপূর্ণভাবে সংস্কার করতে হলে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থাকে সমধারায় উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালিত করার কোনো বিকল্প নেই। এখানে সমধারা বলতে এটা বলছি না, সবাই একই ধারাতে চলবে বরং প্রতিটা ধারাকে পারস্পরিক ভারসাম্যপূর্ণ এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ পর্যায়ে এনে আধুনিকায়ন করতে হবে। মাদ্রাসার শিক্ষাব্যবস্থাকে একীভূত করতে হবে, আধুনিকায়ন করতে হবে এবং প্রয়োজনে আল-আজহারের মতো একটা ইন্সটিটিউট দাঁড় করাতে হবে মাদ্রাসার ছাত্রদেরও আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে পরিচিত করতে হবে, তাদেরও বিজ্ঞা শিক্ষার আওতায় আনতে হবে (যদিও আলিয়াতে এ সুযোগ আছে কিন্তু কওমি ব্যবস্থাতে নেই)। অন্যদিকে ইংলি মাধ্যমের শিক্ষাব্যবস্থাকে দেশী সাংস্কৃতিকের কাছাকাছি আনতে হবে কারিকুলামকে আমাদের প্রেক্ষাপটের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে। আবা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় একই শিক্ষকে একাধিক জায়গায় ক্লাস নেয়াকে শক্ত হাতে নিয়ন্ত্রণের সামান্য কোনো বিকল্প নেই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্ষে শিক্ষার মানকে সমুন্নত রাখতে হবে, তাদে টিউশন ফি অবশ্যই বাস্তবতার নিরি নির্ধারিত হবে। সরকা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও কোর্স কারিকুলা এবং একাডেমিক সিস্টেম এমন হবে যে এখান থেকে কেউ আদুভাই হওয়ার সুযো পাবে না। আন্তরিকতার সঙ্গে সংস্কারগুলো করা গেলে, নিঃসন্দে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাতে বৈপ্লবিক পরিবর্ত আসবে। এবং ছাত্রছাত্রীদের অন্তঃর্জগৎ এ বহির্জগৎ আলোকিত হবে।

জিতু চৌধুরী: কলাম লেখক